দৈনিক
ইত্তেফাক
JUN 0
৪

বুয়েটের পরীক্ষা স্থগিত হওয়া প্রসঙ্গ

বিশ্বকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টকে বলা হয় 'গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ'। বাস্তবিকই তাই। আর কোনো ক্রীড়ানুষ্ঠানকে কেন্দ্র করিয়া অমন মহাযজ্ঞ হয় না। বিশ্বব্যাপী ফুটবলের জনপ্রিয়তাই ইহাতে প্রমাণিত হয়। বাংলাদেশে ফুটবল এক সময় খুবই জনপ্রিয় খেলা ছিল। এখন সেই দিন গিয়াছে। বাংলাদেশের ফুটবলের মান কমিতে কমিতে একেবারে তলায় আসিয়া ঠেকিয়াছে। অন্যদিকে ক্রিকেট উন্নতি করিতেছে দ্রুতগতিতে। ক্রিকেটের বাঘা বাঘা শক্তির বিরুদ্ধে খেলিয়া খেলিয়া হাত পাকাইয়াছে দেশের ক্রিকেটাররা। মাঝেমধ্যে দুই-একটা জয়ও তুলিয়া নিতেছে। ফলে ক্রিকেট হইয়া গিয়াছে এখন দেশের সবচাইতে জনপ্রিয় খেলা। কিন্তু বিশ্বকাপ ফুটবল ভিন্ন কথা। বিশ্বকাপ ফুটবলকে সামনে রাখিয়া বাংলাদেশের ক্রীড়ামোদী দর্শকরাও কিন্তু বেশ আগ্রহ দেখাইতে শুরু করিয়াছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, ফ্রান্স, ইতালির পতাকা উড়িতেছে পত পত করিয়া। এই সবই আমরা জানিতে পারিতেছি সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা হইতে। তবে যেই খবরটি আমাদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছে সেইটি হইল বিশ্বকাপ ফুটবলকে কেন্দ্র করিয়া দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বুয়েট-এর (বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়) সকল শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ হইয়া যাইবার খবর।

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট অনুসারে আগামী ৩ জুন বুয়েটের টার্ম ফাইনাল পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণ করা হইয়াছিল। সেই অনুসারে মোট আটটি সেমিস্টারের তিন হাজার শিক্ষার্থীর উক্ত তারিখ হইতে পরীক্ষা হলে বসিবার কথা ছিল। উল্লেখ্য, পরীক্ষা শুরু হইবার কথা ছিল আসলে ২৭ মে তারিখে। ছাত্রছাত্রীদের অনুরোধে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা শুরুর তারিখ কয়েকদিন পিছাইয়া ৩ জুন নির্ধারণ করেন। কিন্তু হঠাৎ করিয়াই পরীক্ষার্থীদের একটা ক্ষুদ্র অংশ আবারো পরীক্ষা পিছানোর দাবীতে আন্দোলন শুরু করে। গত রবিবার তাহারা বুয়েটের ক্যাম্পাস সকলের জন্য বন্ধ করিয়া দেয়। ছাত্রদের আন্দোলনের খবর সংগ্রহ করিতে যাওয়া বিভিন্ন সাংবাদিককেও তাহারা হেনস্তা করে। অবশেষে চাপের মুখে বাধ্য হইয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আগামী ১৪ জুলাই পর্যন্ত সকল একাডেমিক কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করেন এবং ৩ জুন হইতে অনুষ্ঠিতব্য পরীক্ষা স্থগিত করিয়া দেন।

পরীক্ষা পিছাইবার জন্য ছাত্রছাত্রীদের একাংশের আন্দোলনে যাইবার কারণ হইল বিশ্বকাপ ফুটবল। বিশ্বকাপ ফুটবল শুরু হইবে ৯ জুন এবং চলিবে ৯ জুলাই পর্যন্ত। পরীক্ষা শুরু হইলে বিশ্বকাপের খেলা দেখা যাইবে না। এই অজুহাতেই তাহারা পরীক্ষা পিছাইবার দাবিতে মাঠে নামিয়াছিল। উল্লেখ্য প্রথম দিকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যুক্তিসঙ্গত কারণেই পরীক্ষা পিছাইবার বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নিয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উদ্ভূত পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া কার্যত ৪৭ দিনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়।

আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, বিশ্বকাপ ফুটবলকে কেন্দ্র করিয়া দেশে বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষণীয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেও একই ধরনের উৎসাহ দেখা দিবে ইহাই স্বাভাবিক। আসলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে উৎসাহের মাত্রাটা বেশি হইবারই কথা। ইহাতে কোনো দোষ নাই। কিন্তু পরীক্ষা স্থগিত করিয়া ফুটবল খেলা দেখিতে হইবে কেন? আমরা তো মনে করি খেলা দেখা এবং পরীক্ষা দেওয়া দুইটাই একসঙ্গে চলিতে পারে। আর যাহারা মনে করেন যে, খেলা দেখিলে পরীক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে তাহাদের উচিত খেলা বাদ দিয়া পরীক্ষার প্রতিই খেয়াল রাখা। মনে রাখিতে হইবে যে, ছাত্রছাত্রীদের নিকট অন্য যেকোনো কিছুর চাইতে লেখাপড়াই অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। বিশ্বকাপ তো প্রতি চার বছর অন্তর অন্তর অনুষ্ঠিত হইবে। কিন্তু জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ছাত্র জীবনের ততোধিক গুরুত্বপূর্ণ সময় আর ফিরিয়া আসিবে না। বিশ্বকাপে অনুষ্ঠিত খেলাগুলি পরবর্তীতে বার বার টেলিভিশনে দেখানো হইবে। চাহিলে পরীক্ষার্থীরা পরেও তাহা দেখিতে পারিতেন। এখন পরীক্ষা পিছাইয়া দিবার ফলে তাহারা খেলাতো দেখিতে পারিবেন, কিন্তু ছাত্র জীবনের মূল্যবান কয়েকটি দিন বা মাস চিরতরে হারাইয়া ফেলিবেন, ইহা সত্যই দুঃখজনক। এমনিতেই দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সেশনজট সমস্যা প্রকট। বুয়েটের কার্যক্রম ৪৭ দিনের জন্য বন্ধ হইয়া যাওয়ায়, প্রতিষ্ঠানটিতে সেশনজট বৃদ্ধি পাইবে নিঃসন্দেহে। দুঃখের বিষয় ইহার কুফল শুধু আন্দোলনকারী ছাত্ররাই ভোগ করিবে তাহা নহে ভোগ করিতে হইবে সেইসব ছাত্রছাত্রীকেও যাহারা ৩ জুন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতে চাহিয়াছিল। পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট অনুসারে তাহাদের একাংশ যথাসময়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের দাবিতে বুয়েটের ক্যাম্পাসে মিছিলও করিয়াছিল।

সে যাহাই হউক, নীতিগতভাবে আমরা বিশ্বকাপ ফুটবল খেলার জন্য পরীক্ষা স্থগিত করিয়া দিবার দাবি উত্থাপন এবং সেই দাবি মানিয়া নিয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কার্যত বন্ধ করিয়া দিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণকে সমর্থন করি না, সমর্থন করিতে পারি না। পরীক্ষার তারিখ ঠিক করা এবং নির্ধারিত তারিখে পরীক্ষা গ্রহণ করা সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব। অন্যদিকে শিক্ষার্থীদের দায়িত্ব হইতেছে নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষা দেয়া। ইহার অন্যথা হওয়া উচিত নয়। যেমনটি হইয়াছে বুয়েটে। আমরা আশাকরি ভবিষ্যতে দেশের কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই এ ধরনের ঘটনা আর ঘটিবে না।